# মুনাফা

# ইউনিট ১৪

## পাঠ ১ : মুনাফার সংজ্ঞা – মোট ও নীট মুনাফা

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মুনাফা কি, তা বলতে পারবেন।
- মোট মুনাফার উপাদানগুলো নির্দেশ করতে পারবেন।
- মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার পার্থক্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

### ১৪.১.১ মুনাফা কি?

উৎপাদন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা পরিশ্রম করে। সেই পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত পুরস্কারকে সাধারণভাবে মুনাফা বলে। বাজারে কোন দ্রব্য বিক্রয় করে যে মোট আয় পাওয়া যায়, তা থেকে সেই দ্রব্যের উপাদান খরচ বাদ দিতে হয়। দ্রব্য উৎপাদন করতে একটি ফার্ম বা উদ্যোক্তা জমি, শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে। সেই সঙ্গে নিয়োজিত হয় উদ্যোক্তার পরিশ্রম। উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে যে মোট আয় পাওয়া যায়, তা থেকে ব্যয় হিসাবে জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি ও মূলধনের সুদ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হলো উদ্যোক্তার মুনাফা। জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি ও মূলধনের সুদকে চুক্তিভিত্তিক ব্যয় বলা যায়। নিয়োগকৃত উপাদানগুলোর জন্য চুক্তিভিত্তিক অর্থ প্রদানের পর বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে মুনাফা বলে। এ যুক্তিতে মুনাফাকে অবশিষ্ট আয় (residual income) বলা যায়। উল্লেখ করা যায় যে, উক্ত অবশিষ্ট আয় বা মুনাফা শূন্য (০) বা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যে কোনটি হতে পারে।

অধ্যাপক মার্শাল মুনাফার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, "উদ্যোক্তার ব্যবসা পরিচালনা কাজের পারিশ্রমিক হলো মুনাফা"। অধ্যাপক টাউজিগের মতে, "উদ্যোক্তার দক্ষতা ভিত্তিক পারিশ্রমিককে মুনাফা বলা হয়।" অধ্যাপক সুম্পিটার বলেন, "উদ্যোগ ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত পুরস্কার হলো উদ্যোক্তার মুনাফা"।

### ১৪.১.২ মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা

উদ্যোক্তার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে ব্যক্ত বা স্পষ্ট ব্যয় (explicit cost) বাদ দিলে যা থাকে, তাকে মোট মুনাফা বলা হয়। উৎপাদনের মালিক বাইরে থেকে (অর্থাৎ নিজের নয়, এমন) উপাদান ক্রয় ও নিয়োগ করতে পারে। সেই উপাদানগুলো জমি, শ্রম ও মূলধন হতে পারে। সেই জমির জন্য খাজনা, শ্রমের মজুরী এবং মূলধনের জন্য সুদ দিতে হয়। কাজেই ব্যক্ত বা স্পষ্ট ব্যয় হিসাবে জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি ও মূলধনের সুদ গণ্য হয়। একজন সংগঠক তার উৎপাদন ও ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করে নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন এক বছরে)

মোট আয় হিসাবে ২০ লক্ষ টাকা পায়। তার ব্যক্ত ব্যয় হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা ধরা হলো। তাহলে বাকী ৮ লক্ষ টাকা হলো সেই উদ্যোক্তার মোট মুনাফা। কাজেই মোট মুনাফা = মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থ বা মোট আয় – মোট ব্যয় (অবচয়সহ বাইরের বিভিন্ন উপকরণ বাবদ ব্যক্ত ব্যয়)।

### নীট মুনাফা

উৎপাদনের মালিক বাইরের উপাদান ছাড়াও নিজস্ব উপাদান উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পারে। সেই নিজস্ব উপাদানগুলোর জন্য মালিক স্পষ্টভাবে ব্যয় না করলেও সেই উপাদানগুলোর পাওনা থাকে। সেই অন্তর্নিহিত পাওনা বাবদ ব্যয় ধরা হলে সেই ব্যয়কে অন্তর্নিহিত বা অব্যক্ত ব্যয় (implicit cost) বলে। মোট মুনাফা থেকে অব্যক্ত ব্যয় বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়। উদ্যোক্তার নিজস্ব জমি থাকলে তার খাজনা, নিজস্ব মূলধন খাটালে তার জন্য সুদ এবং নিজের পরিশ্রম বাবদ যে উপার্জন মজুরি হিসাবে হত সেই মজুরি এ সবকে অব্যক্ত ব্যয় বুঝানো হয়। এসব অব্যক্ত ব্যয়কে মোট মুনাফা থেকে বাদ দিলে প্রকৃত অবস্থায় উদ্যোক্তার নীট মুনাফা সম্পর্কে জানা যায়। একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক, একজন উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী উৎপাদন বা ব্যবসা ক্ষেত্রে নিজের জমি ও মূলধন নিয়োগ করলেন এবং সেই সঙ্গে নিজে সেখানে পরিশ্রমও করলেন। উদ্যোক্তা ৫ লক্ষ টাকা মোট মুনাফা হিসাবে বছর শেষে অর্জন করলেন। আপাতদৃষ্টে মুনাফার অংক দেখে মনে হতে পারে যথেষ্ট মুনাফা তিনি অর্জন করেছেন। কিন্তু প্রকৃত চিত্র ভিন্ন হতে পারে। যেমন সেই ব্যবসায়ী নিজের জমি অন্য কাউকে ভাড়া দিলে বছরে এক লক্ষ টাকা ভাড়া পেতেন। কিন্তু তিনি ভাড়া না দিয়ে নিজের ব্যবসা ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করেন। তাই সেই এক লক্ষ টাকাকে তার মুনাফা হিসাবে প্রাপ্ত পাঁচ লক্ষ টাকা থেকে স্বাভাবিকভাবেই বিয়োগ করা প্রয়োজন। একইভাবে নিজের মূলধন অন্য কোথাও খাটালে তিনি বছর শেষে পঞ্চাশ হাজার টাকা সুদ হিসাবে পেতেন। কাজেই প্রাপ্ত মোট মুনাফা থেকে তাও বাদ দিতে হবে। আবার তিনি যদি অন্য কোথায় পরিশ্রম করতেন তবে বছর শেষে আরো দুই লক্ষ টাকা পেতেন। এভাবে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্তি তার হত। কাজেই মোট মুনাফা থেকে সেই টাকা বাদ দিলে প্রকৃত অবস্থায় তার মুনাফা হয় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর তাই হলো নীট মুনাফা। কাজেই মোট মুনাফা লক্ষ্য করে উদ্যোক্তার প্রাপ্তিকে খুব বড় করে দেখা উচিত নয়। উদ্যোক্তার প্রাপ্ত নীট মুনাফা কত, তা জানা প্রয়োজন।

## ১৪.১.৩ মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যে পার্থক্য

মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার সংজ্ঞা থেকে প্রাথমিক পার্থক্য জানা যায়। মোট বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে মোট ব্যক্ত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তা হলো মোট মুনাফা। অপর দিকে মোট মুনাফা থেকে মোট অব্যক্ত ব্যয় বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়। সুতরাং মোট মুনাফা = মোট বিক্রয়লব্ধ আয় – ব্যক্ত ব্যয়। অপরদিকে নীট মুনাফা = মোট মুনাফা – অব্যক্ত ব্যয়। যেখানে ব্যক্ত ব্যয় = অন্যের জমির জন্য প্রদত্ত খাজনা + নিয়োগকৃত শ্রমিকের মজুরি + অপরের মূলধন ব্যবহার বাবদ সুদ + মূলধনের অবচয়জনিত ব্যয় মেটানোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ। অপরদিকে অব্যক্ত ব্যয় = উদ্যোক্তার নিজের জমি বাবদ খাজনা + নিজস্ব মূলধনের সুদ + নিজস্ব শ্রম বাবদ মজুরি।

২। মোট মুনাফার মধ্যে উদ্যোক্তার নিজের মালিকানাধীন অন্যান্য উপকরণ নিয়োগ বাবদ প্রাপ্ত আয় নিহিত থাকে। কিন্তু নীট মুনাফার মধ্যে কেবল উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নিহিত থাকে।

৩। মোট মুনাফা একটি প্রসারিত ধারণা এবং নীট মুনাফা তারই একটি অংশ। কাজেই মোট মুনাফার তুলনায় নীট মুনাফার পরিমাণ কম থাকে।

৪। মোট মুনাফার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার নিজের দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয় যেমন থাকে, তেমনি ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণের দক্ষতাও সেখানে বিবেচনায় রাখতে হয়। কিন্তু নীট অর্থে মুনাফার মধ্যে কেবল উদ্যোক্তার নিজস্ব দক্ষতাই বিবেচনায় রাখতে হয়। কিন্তু নীট অর্থে মুনাফার মধ্যে কেবল উদ্যোক্তার নিজস্ব দক্ষতাই বিবেচিত হয়।

## ১৪.১.৪ মোট মুনাফার উপাদানসমূহ

মোট মুনাফার মধ্যে বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত থাকে। সেই উপাদানগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো –

১। **উদ্যোক্তার মালিকানাধীন অন্যান্য উপাদানের মূল্য :** উদ্যোক্তা তার ব্যবসা বা উৎপাদন ক্ষেত্রে নিজের জমি ও মূলধন সরবরাহ করতে পারে। তাছাড়া শ্রমিক হিসাবে নিজেও সেখানে শ্রম দান করতে পারে। কাজেই নিজস্ব জমির খাজনা, নিজস্ব শ্রমের মজুরি এবং নিজস্ব মূলধনের সুদ মোট মুনাফার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

২। **পরিচালনা সংক্রান্ত আয় :** উদ্যোক্তা তার ব্যবসা পরিচালনার সময় নিজে কোন পারিশ্রমিক নাও নিতে পারে। তবে তার এই পরিচালনা থেকে যে পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত, তা মোট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে সেই উদ্যোক্তা নিজস্ব ব্যবসায় পরিশ্রম না করে যদি অন্য কোথাও সেই সময় পরিশ্রম করত, তার বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পেত তা মজুরি হিসাবে মোট মুনাফার মধ্যে থেকে যায়।

৩। **ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পুরস্কার :** উদ্যোক্তা তার ব্যবসা বা উৎপাদন পরিচালনা ক্ষেত্রে ঝুঁকি বহন করে। সেখানে অনিশ্চয়তা থাকে। ভবিষ্যতে দাম ও চাহিদা কিরূপ হবে এ প্রসঙ্গে তাকে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে হয়। সে বর্তমানে যে ঝুঁকি বহন করছে, তা বাবদ অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্তি আশা করলে তার জন্য অন্যায় হবে না। কাজেই ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হিসাবে মুনাফার উপাদান স্বীকার করা হয়।

৪। **উদ্ভাবন সংক্রান্ত পুরস্কার :** অধ্যাপক সুম্পিটার উল্লেখ করেন যে, কোন দ্রব্য বা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করে বা নতুন বাজার আবিষ্কার করে একজন উদ্যোক্তা তার মুনাফা বাড়াতে পারে। উদ্ভাবনের বিনিময়ে প্রাপ্ত পুরষ্কার হিসাবে যে প্রাপ্তি আশা করা হয়, তা মুনাফার উপাদান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

৫। **একচেটিয়া ক্ষমতা :** উদ্যোক্তার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকলে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। তখন সে স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত অর্থ পেতে পারে। একচেটিয়া ক্ষমতার উৎস হিসাবে লাইসেন্স, পেটেন্ট, কপিরাইট, জোট গঠন – এসব বিবেচনা করা যায়। এসবের মাধ্যমে যে বাড়তি আয় উদ্যোক্তার অর্জিত হয়, তা মুনাফার উপাদান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

৬। **দ্রব্য পৃথকীকরণ :** বাজারে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা থাকলে বিভিন্ন উদ্যোক্তা একই ধরনের দ্রব্য সামান্য হেরফের করে বাজারজাত করতে পারে। এর জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞাপন দ্বারা যদি ক্রেতাকে মোহগ্রস্ত করা যায়, তবে বাজার থেকে বাড়তি আয় বা মুনাফা আসে। সেই বাড়তি আয় মোট মুনাফার অন্তর্গত হয়।

৭। **আকস্মিক প্রাপ্তি :** দেশে যুদ্ধ বেঁধে গেলে অথবা শ্রমিক ধর্মঘট হলে অথবা যান চলাচলে অসুবিধা হলে কিছু বাড়তি সুবিধা ব্যবসায়ীরা পায়। এই ধরনের আকস্মিক সুযোগের কারণে আয় বাড়তে পারে। এই আকস্মিক বাড়তি আয় মোট মুনাফার অন্তর্গত হয়।

## সারসংক্ষেপ

১। উদ্যোক্তার ব্যবসা পরিচালনার পারিশ্রমিক হলো মুনাফা। বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে উৎপাদনের চুক্তিভিত্তিক ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে মুনাফা বলা যায়।

২। মোট মুনাফা = মোট বিক্রয়লব্ধ আয় – ব্যক্ত ব্যয়। অপরদিকে নীট মুনাফা = মোট মুনাফা – অব্যক্ত ব্যয়। যেখানে, ব্যক্ত ব্যয় = অন্যের জমির খাজনা + নিয়োগকৃত শ্রমিকের মজুরি + অপরের মূলধন ব্যবহার বাবদ সুদ + মূলধনের অবচয় জনিত ব্যয় মেটানোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ। অপরদিকে অব্যক্ত ব্যয় = উদ্যোক্তার নিজের জমি বাবদ খাজনা + নিজস্ব মূলধনের সুদ + নিজস্ব শ্রম বাবদ মজুরি।

৩। নীট মুনাফার মধ্যে উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নিহিত থাকে।

৪। মোট মুনাফার অন্তর্গত উপাদানগুলো হলো –
ক. উদ্যোক্তার মালিকানাধীন অন্যান্য উপাদানের মূল্য খ. পরিচালনা সংক্রান্ত আয় গ. ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পুরস্কার ঘ. উদ্ভাবন সংক্রান্ত পুরস্কার ঙ. একচেটিয়া ক্ষমতার প্রাপ্তি চ. দ্রব্য পৃথকীকরণ ছ. আকস্মিক প্রাপ্তি।

## অনুশীলনী ১৪.১

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :**

১। মুনাফা বলতে কি বুঝানো হয়?
ক. আর্থিক মূলধন ব্যবহারজনিত প্রাপ্তি
খ. মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ
গ. উদ্যোক্তার পারিশ্রমিক
ঘ. বিনিয়োগ মূল্য

২। মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো –
ক. নীট মুনাফার অন্তর্গত উপাদান হলো মোট মুনাফা
খ. মোট মুনাফা পায় ঋণদাতা ও নীট মুনাফা পায় ঋণ গ্রহীতা
গ. মোট মুনাফার সাথে ব্যক্ত ব্যয় এবং নীট মুনাফার সাথে অব্যক্ত ব্যয় জড়িত
ঘ. মোট মুনাফা টাকার অংকে এবং নীট মুনাফা শতাংশ হিসাবে প্রকাশ পায়

৩। মুনাফাকে অবশিষ্ট আয় বলা হয়, কারণ –
ক. উদ্যোক্তার সঞ্চয় হলো মুনাফা
খ. মুনাফা হলো স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়তি আয়
গ. উদ্যোক্তার নিজের নয়, এমন উপাদানগুলোর চুক্তিভিত্তিক অর্থ প্রদানের পর থেকে পাওয়া আয় হলো মুনাফা।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. মুনাফার সংজ্ঞা প্রদান করুন।
খ. মোট মুনাফার উপাদানগুলো উল্লেখ করুন।
গ. মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যে একটি পার্থক্য নির্দেশ করুন।

# পাঠ ২ : ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সাথে মুনাফার সম্পর্ক কিরূপ, তা বলতে পারবেন।
- মুনাফাকে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার কেন বলা হয়, তা বলতে পারবেন।
- মুনাফা অর্জনকে যোগ্যতার পুরস্কার বলা যায়, এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন।
- ঝুঁকির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারবেন।

## ১৪.২.১ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সাথে মুনাফার সম্পর্ক

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সাথে মুনাফার নিকট সম্পর্ক (Close relation) আছে। মুনাফা হলো ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিকে সম্বল করে একজন উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদ্যোক্তার লক্ষ্য থাকে কিছু প্রাপ্তির। আর তা হলো মুনাফা। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা যথেষ্ট জটিল ও যন্ত্রভিত্তিক। সেখানে উৎপাদন ঝুঁকিপূর্ণ। একজন উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ঘিরে রাখে। যেমন,

১। উদ্যোক্তাকে সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকতে হয় কোন অগ্নিকান্ড বা দুর্ঘটনা ঘটে যায় কিনা ;
২। ভবিষ্যতে বাজার কি রকম যাবে ;
৩। দেশে কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখা যাবে কিনা ;
৪। রুচি ও ফ্যাশানের দ্রুত পরিবর্তন ঘটবে কিনা ;
৫। উৎপাদন ক্ষেত্রে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো সঠিকভাবে চলবে কিনা ;
৬। কাঁচা মালের দাম কিরূপ হবে ;
৭। শ্রমিকরা বেশি মজুরি দাবী করবে কিনা ;
৮। পরিবহন খরচ বেড়ে যাবে কিনা ;

এসব নানা ভাবনা ও অনিশ্চয়তা তাকে ঘিরে রাখে। কারণ ব্যবসায় লোকসান হলে সমস্ত বোঝা তার উপরই বর্তাবে। অপর কেউ সেই লোকসান বহন করবে না। কাজেই একজন উদ্যোক্তা যখন অধিক ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। সেই ঝুঁকির বিনিময়ে সে অধিক মুনাফা প্রত্যাশা করে। কাজেই মুনাফাকে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হিসাবে গণ্য করা যায়। যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে সামনে রেখে তাকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে ব্যবসা বা উৎপাদন পরিচালনা করতে হচ্ছে, সেই উদ্যোগের পুরস্কার হিসাবে মুনাফা প্রাপ্তিকে সমাজের ভাল দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ঝুঁকি যত বেশি হবে, মুনাফা তত বেশি হওয়া উচিত। মুনাফা যদি বেশি না হয়, তবে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ কেউ করতে চাইবে না।

আলোচনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ঝুঁকি গ্রহণের দূরপ্রসারী লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন। আর সেই মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে একজন উদ্যোক্তা নিজের কল্যাণ যেমন অর্জন করে, তেমনি সমাজ ও দেশের কল্যাণও অর্জন করে। সাহস ও যোগ্যতার সাথে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে উদ্যোক্তা উৎপাদন ও বিনিয়োগ কাজ পরিচালনা করে। তাই অর্থনীতিতে মুনাফা অর্জনকে যোগ্যতার পুরস্কার হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

## ১৪.২.২ উৎপাদকের মুনাফা হলো অবীমাযোগ্য অর্থনৈতিক ঝুঁকি বহনের পুরস্কার

ঝুঁকি দু'ধরনের – ১. প্রাকৃতিক ঝুঁকি ও ২. অর্থনৈতিক ঝুঁকি।

প্রাকৃতিক ঝুঁকি বলতে অগ্নিকান্ড বা আকস্মিক দুর্ঘটনার মত ঝুঁকিকে বুঝানো হয়। এ ধরনের ঝুঁকির বিনিময়ে বীমা করা যায়। বীমা কোম্পানি সেই ঝুঁকি বহন করে। সেই ঝুঁকি বহনের বিনিময়ে বীমা কোম্পানি মুনাফা পায়। কাজেই প্রাকৃতিক ঝুঁকির প্রেক্ষিতে উৎপাদক মুনাফা পায় না। কিন্তু অর্থনৈতিক ঝুঁকি বীমা যোগ্য নয়। উদ্যোক্তা এ ঝুঁকি বহন করে, বীমা কোম্পানি এ ঝুঁকি বহন করতে পারে না। যেমন উৎপাদনকারী যে দ্রব্য বাজারজাত করল, তার চাহিদা হঠাৎ কমে যেতে পারে। উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকতে পারে। এর ফলে যোগানের ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তা থাকে। চাহিদা ও যোগানের অনিশ্চয়তাকে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বলে। উদ্যোক্তা এই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাকে ঝুঁকি হিসাবে মনে করে। আর সেই অবীমাযোগ্য ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হলো মুনাফা।

**সারসংক্ষেপ :**

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সাথে মুনাফার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। মুনাফা হলো ঝুঁকি বহনের পুরস্কার।

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে সামনে রেখে তাকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে ব্যবসা বা উৎপাদন পরিচালনা করতে হয়। অর্থনীতিতে মুনাফা অর্জনকে যোগ্যতার পুরস্কার হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ঝুঁকি দু'ধরনের – ১. প্রাকৃতিক ঝুঁকি ও ২. অর্থনৈতিক ঝুঁকি। প্রাকৃতিক ঝুঁকির বিনিময়ে বীমা করা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক ঝুঁকি বীমাযোগ্য নয়। সেই অবীমাযোগ্য ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হলো মুনাফা।

## অনুশীলনী ১৪.২

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :**

১। ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?
   ক. ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক আছে।
   খ. ঝুঁকি কম হলে মুনাফা বেশি হয়।
   গ. ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই।

২। নিম্নে ফার্মের প্রাকৃতিক ঝুঁকি ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি নির্দেশ করুন –
   ক. জাহাজ ডুবি
   খ. শ্রমিক আন্দোলন
   গ. যন্ত্র বিকল
   ঘ. অগ্নিকান্ড
   ঙ. বাজার থেকে অবিক্রিত দ্রব্য ফেরত আসা
   চ. রুচি ও চাহিদার পরিবর্তনের ফলে চাহিদার হ্রাস

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

ক. ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সাথে মুনাফার সম্পর্ক কিরূপ তা উল্লেখ করুন।
খ. ঝুঁকির কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করুন।
গ. অবীমাযোগ্য ঝুঁকি কেন মুনাফার সাথে সম্পর্কিত?

# পাঠ ৩ : স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মুনাফা

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি –

- স্বাভাবিক মুনাফা কি, তা বলতে পারবেন।
- অস্বাভাবিক মুনাফা কেন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তা বলতে পারবেন।
- অস্বাভাবিক মুনাফা স্বল্পকালে থাকলেও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালে অস্বাভাবিক মুনাফা না থেকে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা কেন থাকে, তা বলতে পারবেন।

## ১৪.৩.১ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মুনাফা

স্বাভাবিক মুনাফা সংক্রান্ত ধারণা সাধারণতঃ দীর্ঘকাল প্রসঙ্গে বিবেচনা করা হয়। দীর্ঘকালে বিশুদ্ধ মুনাফা শূন্য হবে, কিন্তু ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা থাকবে। তা না হলে ফার্ম দীর্ঘকালে উৎপাদনক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারবে না। মার্শাল অভিমত রাখেন যে, উদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসা ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করতে হলে ধনাত্মক মুনাফার হার থাকতে হবে। তাঁর মতে শিল্পক্ষেত্রে উদ্যোক্তার যোগান দাম হলো মুনাফা। একজন উদ্যোক্তা উৎপাদন শুরু করার আগে যে ন্যূনতম মুনাফা প্রত্যাশা করে এবং তার প্রেক্ষিতে মূলধন নিয়োগ করে, সেই ন্যূনতম প্রত্যাশিত মুনাফাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলে। সেই ন্যূনতম মুনাফা অর্জিত না হলে দীর্ঘকালে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি নেই বলে ফার্ম ধারণা করে। সুতরাং স্বাভাবিক মুনাফা বলতে সেই নিম্নতম মুনাফা বুঝানো হয়, যে মুনাফা না পেলে মালিক উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। একজন উদ্যোক্তা দাম নির্ধারণের সময় সেই ন্যূনতম মুনাফার কথা বিবেচনার মধ্যে রাখে। তাই উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মিসেস রবিনসন বলেন যে, স্বাভাবিক মুনাফা বলতে সেই মুনাফাকে বুঝানো হয়, যা অর্জিত হলে ১. কোন ফার্মের উৎপাদন কমানো বা বাড়ানোর প্রবণতা থাকবে না ; ২. শিল্পক্ষেত্রে কোন নতুন ফার্ম প্রবেশ করবে না এবং ৩. কোন পুরাতন ফার্ম শিল্পক্ষেত্র ত্যাগ করবে না।

অস্বাভাবিক মুনাফা হলো স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত। অস্বাভাবিক মুনাফাকে ধনাত্মক অর্থনৈতিক মুনাফাও বলা হয়। শিল্পক্ষেত্রে কোন কোন ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করলে নতুন নতুন ফার্ম মুনাফা অর্জনের আশায় শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। প্রতিযোগিতার কারণে তখন অস্বাভাবিক মুনাফা আর থাকবে না, অর্জিত হবে স্বাভাবিক মুনাফা। কাজেই শূন্য অর্থনৈতিক মুনাফার পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক মুনাফার পরিস্থিতি বলা হয়।

### ১৪.৩.২ পূর্ণ ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মুনাফা বিবেচনা

পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে তথা ফার্মের প্রবেশাধিকার থাকলে দীর্ঘকালে বিশুদ্ধ মুনাফা থাকে না। কিন্তু ঝুঁকি বহন, অনিশ্চয়তা, উদ্ভাবন, দ্রব্য পৃথকীকরণ (যা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দেখা যায়) এসব কাজের মাধ্যমে উদ্যোক্তার পক্ষে অর্থনৈতিক মুনাফা বা বিশুদ্ধ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। উৎপাদন কাজ পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তার যে পারিশ্রমিক পাওয়ার কথা এবং উদ্যোক্তা নিজে যেসব উপাদান যোগান দেয় তার দাম বিশুদ্ধ মুনাফার মধ্যে ধরা হয় না। কিন্তু সেই নিজস্ব ন্যূনতম প্রাপ্তি স্বাভাবিক মুনাফার মাধ্যমে উদ্যোক্তার কাছে আসতে হবে, এটাই প্রত্যাশিত।

বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতা দেখা যায় না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হতে হলে অসংখ্য ফার্ম বা বিক্রেতা থাকতে হবে, বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার, সমজাতীয় দ্রব্য, বাজার সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান বলতে এটাই বুঝানো হয় যে, ভবিষ্যতে বাজারের অবস্থা কি ধরনের দাঁড়াতে পারে, এ সম্পর্কে সবাই সচেতন। এমতাবস্থায় ঝুঁকি বা

অনিশ্চয়তা বলে কিছু থাকে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন উৎপাদক যদি দাম অপেক্ষা বেশি আয় করে, তবে অন্যান্য উৎপাদকরা সেই শিল্পে প্রবেশ করবে। উৎপাদকের সংখ্যা বেড়ে গেলে মোট যোগান বাড়বে। তখন দাম কমবে এবং অতিরিক্ত আয় বা অস্বাভাবিক মুনাফা থাকবে না। কাজেই পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে বিশুদ্ধ মুনাফা থাকতে পারে না। তবে স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা থাকতে পারে। এই অস্বাভাবিক মুনাফা হলো স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত। এই অস্বাভাবিক মুনাফা লক্ষ্য করে নতুন নতুন ফার্ম উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে সেই অস্বাভাবিক মুনাফা আর থাকবে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রত্যেক উদ্যোক্তা সম দক্ষতা সম্পন্ন। তাই কারো পক্ষে বাড়তি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় কেবল টিকে থাকার মুনাফা অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে বাজারে ঝুঁকি থাকে, শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশে বাধা থাকে, নতুন কিছুর উদ্ভাবন ঘটে এবং দ্রব্যের পৃথকীকরণও লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের বাজারে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ মুনাফা থাকতে পারে। কাজেই ধনাত্মক মুনাফা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার (বিশেষতঃ একচেটিয়া কারবারের) ফসল। পূর্ণ প্রতিযোগিতা একটি কাল্পনিক বা আদর্শগত ব্যবস্থা, যেখানে দীর্ঘকালে উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ এমনভাবে পরিচালিত হয় যেখানে অস্বাভাবিক মুনাফা থাকবে না, থাকবে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা।

### সারসংক্ষেপ :

স্বাভাবিক মুনাফা সংক্রান্ত ধারণাটি সাধারণতঃ দীর্ঘকাল প্রসঙ্গে বিবেচিত। উদ্যোক্তাদের ব্যবসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালে উৎপাদন চালিয়ে যেতে হলে যে ন্যূনতম প্রত্যাশিত মুনাফা থাকতে হবে, তাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলে। স্বাভাবিক মুনাফা বলতে সেই মুনাফাকে বুঝানো হয়, যা অর্জিত হলে কোন ফার্মের উৎপাদন কমানো বা বাড়ানোর প্রবণতা থাকবে না ; শিল্পক্ষেত্রে কোন নতুন ফার্ম প্রবেশ করবে না এবং কোন পুরাতন ফার্ম শিল্পক্ষেত্র ত্যাগ করবে না। স্বাভাবিক মুনাফার চেয়ে অতিরিক্ত মুনাফাকে অস্বাভাবিক মুনাফা বলা হয়। শিল্পক্ষেত্রে তখন নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে।

## অনুশীলনী ১৪.৩

### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। স্বাভাবিক মুনাফা বলতে কি বুঝানো হয়?
- ক. দীর্ঘকালে ফার্মের টিকে থাকার জন্য ন্যূনতম মুনাফা।
- খ. স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রত্যাশিত মুনাফা।
- গ. আয় ও ব্যয়ের ধনাত্মক ব্যবধান।

২। স্বাভাবিক মুনাফা প্রধানত পূর্ণ প্রতিযোগিতার সাথে জড়িত, কারণ –
- ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকায় দীর্ঘকালে অস্বাভাবিক মুনাফা থাকতে পারে না।
- খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি থাকে।
- গ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সরকার কোন রকম হস্তক্ষেপ করে না।

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. স্বাভাবিক মুনাফা ও অস্বাভাবিক মুনাফার সংজ্ঞা প্রদান করুন।
খ. স্বাভাবিক মুনাফা কেন উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়?
গ. স্বাভাবিক মুনাফা কেন সাধারণতঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতার সাথে সম্পৃক্ত?